**১. উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়ের মধ্যে পার্থক্যগুলি আলোচনা করো।**

আমরা সাধারণত 'উদ্দেশ্য' ও 'অভিপ্রায়' শব্দ দুটিকে একই অর্থে ব্যবহার করে থাকি; কিন্তু নীতিবিদ্যায় শব্দ দুটির অর্থ অভিন্ন নয়। নীতিবিদ্যায় 'অভিপ্রায়' শব্দটিকে 'উদ্দেশ্য' অপ্লেক্ষা ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ করা হয়। নীতিবিদ্যায় 'উদ্দেশ্য' বলতে কেবল নির্বাচিত কাম্যবস্তু বা লক্ষ্যবস্তুর ধারণাকে বোঝায়; কিন্তু 'অভিপ্রায়' বলতে বোঝায় (ক) লক্ষ্যবস্তুর ধারণা, (খ) লক্ষ্যবস্তুকে লাড করার জন্য উপায়ের চিন্তা এবং (গ) লক্ষ্যসাধন করতে গেলে সম্ভাব্য পরিণাম বা ফলাফলের চিন্তা, যা বাঞ্ছিত হতে পারে আবার অবাঞ্ছিতও হতে পারে। স্পষ্টতই উদ্দেশ্য অভিপ্রায়ের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু অভিপ্রায় উদ্দেশ্যর অন্তর্ভুক্ত নয়, কেননা অভিপ্রায়ের সবটাই উদ্দেশ্য নয়। দৃষ্টান্ত দিয়ে উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়ের মধ্যে পার্থক্য বোঝান গেল কোন সংস্কারক যখন রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে চান তখন তাঁর উদ্দেশ্য হতে পারে মানুষের কল্যাণসাধন। কিন্তু সংস্কারক এটাও জানেন যে-রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে ঐ প্রকার উদ্দেশ্যসাধন করতে হলে তা শান্তির পথে সম্ভব হবে না, অনেক নরহত্যা ও রক্তপাতের প্রয়োজন হবে। এসব অবাঞ্ছিত পরিণামের কথা চিন্তা করেও সংস্কারক ঐ উপায়ে পরিবর্তন সাধনে প্রবৃত্ত হন। এসব অবাঞ্ছিত পরিণাম সংস্কারকের উদ্দেশ্যের অন্তর্গত না হলেও অভিপ্রায়ের অন্তর্ভুক্ত। তেমনি দেশের কল্যাণসাধনের চিন্তা করে ব্রুটাস যখন জুলিয়াস সিজারকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেন তখন তাঁর উদ্দেশ্য ছিল দেশের কল্যাণ, সিজারকে হত্যা নয়; কিন্তু দেশের কল্যাণের জন্য সিজারকে হত্যা করা এবং তার পরিণামের সম্মুখীন হওয়া-এসবই ছিল ব্রুটাসের অভিপ্রায়ের অন্তর্ভুক্ত।

কাজেই, উদ্দেশ্য অভিপ্রায়ের, অন্তর্ভুক্ত হলেও তা সমগ্র অভিপ্রায় নয়। অভিপ্রায় উদ্দেশ্য অপেক্ষা অনেক বেশী ব্যাপক।

**২. শাস্তি সম্পর্কে প্রতিশোধাত্মক মতবাদ (Retributive theory) সম্পর্কে আলোচনা করো।**

প্রতিশোধাত্মক মতবাদ অনুসারে শাস্তির উদ্দেশ্য হল- অপরাধীকে প্রত্যাঘাত করা; 'অপরাধীর দুষ্কর্মের বোঝা তারই মাথায় চাপিয়ে দিয়ে তাকে এটা বোঝান যে তার দুষ্কর্মের জন্য কেবল অপরের অকল্যাণ হয়নি, নিজেরও হয়েছে।' নৈতিক ও সামাজিক নিয়ম ভঙ্গ করে অপরাধী যে পরিমাণ অপরের ক্ষতি করেছে, অপরাধীকেও সেই পরিমাণ ক্ষতি স্বীকার না করলে নৈতিক ও সামাজিক নিয়মের মর্যাদা ক্ষুন্ন হবে- প্রতিশোধমূলক শাস্তির মাধ্যমে এটাই অপরাধীকে বোঝানো হয়। এজন্য "প্রতিশোধমূলক মতবাদে 'চোখের বদলে চোখ এবং দাঁতের বদলে দাঁত' এই শাস্তিসূত্রকেই যুক্তিযুক্ত বলে মনে করা হয়।

অধ্যাপক লিলি প্রতিশোধমূলক শাস্তিসূত্রের উৎসমূল প্রসঙ্গে বলেছেন ,পশু ও মানুষ উভয়েরই এক সহজাত প্রবৃত্তি হল, আঘাত পেলে তার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ প্রত্যাঘাত করা। আদিম মানব সমাজে এইপ্রকার আঘাতের উত্তরে প্রতিশোধাত্মক প্রত্যাঘাতের ক্ষেত্রে মানুষ যতটা আঘাত পেয়েছে তার অপেক্ষা অনেক বেশী মাত্রায়

প্রত্যাঘাত করেছে। ওল্ড টেস্টামেন্ট থেকে একটি উক্তির উল্লেখ করে অধ্যাপক লিলি প্রাচীনকালের শাস্তি ব্যবস্থার নিদর্শন দিয়েছেন: 'লামেক্ যদি কেইনেক সাতবার আঘাত করে তাহলে কেইন্ অবশ্যই লামেক্কে সাতের সঙ্গে সত্তরবার বেশি আঘাত করবে।' প্রত্যাঘাত যাতে আঘাত অপেক্ষা অতিমাত্রায় বেশি না হয়, সেজন্য পরবর্তীকালে শাস্তিদানের কর্তৃত্বভার ব্যক্তির কাছ থেকে গোষ্ঠী গ্রহণ করে এবং গোষ্ঠীপতি আঘাতের সমতুল্য প্রত্যাঘাতের, অর্থাৎ 'চোখের বদলে (কেবলই) চোখ এবং দাঁতের বদলে (কেবলই) দাঁত'- এই প্রকার প্রতিশোধমূলক শাস্তি ব্যবহার প্রচলন করেন।

প্রতিশোধমূলক মতবাদের দুটি রূপ আছে। যথা- (ক) কঠোর মতবাদ (Rigoristic form) ও (খ) লঘু মতবাদ (Mollified form)। কঠোর মতবাদ অনুসারে, অপরাধের প্রকৃতি ও গুরুত্ব, তার বয়স, লিঙ্গ (স্ত্রী অথবা পুরুষ), সামাজিক ও আর্থিক অবস্থা, শিক্ষাদীক্ষা, স্বাস্থ্য, ব্যাধি, কোন পরিস্থিতিতে অপরাধটি সংঘটিত হয়েছে- এসব বিচার না করেই অপরাধীকে গুরুদণ্ডে, এমনকি মৃত্যুদণ্ডে, দণ্ডিত করতে হবে। পক্ষান্তরে, লঘু মতবাদ অনুসারে, উল্লিখিত প্রত্যেকটি বিষয় বিচার করেই শাস্তির মাত্রা নির্ধারণ করতে হবে; ক্ষেত্র অনুসারে অপরাধীকে চরমদণ্ড অর্থাৎ মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে, আবার ক্ষেত্রবিশেষে লঘুদণ্ডে দণ্ডিত করতে হবে।